অ

হিন্দু সংহতি

সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.org

প্রথম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, ১৪ জানুয়ারী, ২০০৯ কলকাতা ✳ মূল্য ঃ ১.০০ টাকা

হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্যে যে কোন সময় মুসলমান মুখ্যমন্ত্রী হতে পারে। যেমন বিহারে আবদুল গফুর, মহারাষ্ট্রে আন্তুলে, আসামে আনোয়ারা তৈমুর। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ কাশ্মীরে একজন হিন্দু মুখ্যমন্ত্রী হবে কেউ ভাবতে পারেন?

—শিবপ্রসাদ রায়।

আমাদের কথা

অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে? পশ্চিমবঙ্গের মিডিয়া মহল তাই মনে করে। এরা পশ্চিমবঙ্গের স্বঘোষিত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষাকারী। এদের নাম সংবাদপত্র ও সংবাদমাধ্যম হলেও সংবাদ চেপে রাখাকেই এরা মহান কর্তব্য বলে মনে করেন। তাই, দিল্লীর মানুষ জানতে পারল, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মানুষ জানতে পারল না এবছর মহরমের দিন হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলায় কী তাণ্ডব হয়ে গেল। মহরমের মিছিলকারীদের সঙ্গে সংঘর্ষে হাওড়া জেলার চেঙ্গাইল ও বাউড়িয়া শহরে এবং মেদিনীপুর শহরে কত মন্দিরের উপর হামলা হল, কত হিন্দু গুরুতর আহত হল, কত হিন্দুর দোকান ও বাড়ি ভাঙচুর হল, লুটপাট হল, অগ্নি সংযোগ হল, অন্ততঃ দুজন হিন্দু নারীর শ্লীলতাহানি হল, কত নিরীহ হিন্দু (কমপক্ষে ৫৬ জন) গ্রেপ্তার হল, তিনদিন ধরে লাডলো বাজারে হিন্দুরা ভয়ে দোকান খুলতে পারল না, কার্ফু জারী হল, বিপুল সংখ্যায় পুলিশ ও র‍্যাফ নামিয়ে হিন্দুদের প্রতিবাদ করার সামান্য চেষ্টাও করতে দেওয়া হল না- এ কোনকিছুই পশ্চিমবঙ্গের মানুষ জানতে পারল না। উদ্দেশ্য অতি মহৎ, যাতে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ আরও ছড়িয়ে না পড়ে। কিন্তু যে সাম্প্রদায়িক প্রেরণায় কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত মুসলিম সম্প্রদায় এইরকম ধ্বংসাত্মক ও বিচ্ছিন্নতাবাদী কাজে লিপ্ত হচ্ছে, এই খবর চেপে রাখার ফলে তাদের সেই প্রবণতা কমবে না বাড়বে, সেটাও কি ভাবা উচিত নয়?

খবর চেপে রাখার ফলে ওই দুষ্কার্যের বিরুদ্ধে জনমত তৈরী হয় না, প্রশাসনের উপর চাপও তৈরী হয় না দুষ্কৃতকারীদের গ্রেপ্তার করার। এই প্রশ্রয়ে তাদের উৎসাহ আরও বেড়ে যায়। অন্তিম পরিণাম - দেশভাগ, নতুন ইসলামিক স্থান।

এই পশ্চিমবঙ্গে, এই ভারতে কত জায়গায় সাধারণ মানুষ বলে - ঐ জায়গাটা তো পাকিস্তান! এদেরকে এই কথা বলতে কি কোন মৌলবাদী হিন্দু সংগঠন শিখিয়ে দিয়েছে? মানুষ নিজের কাছাকাছি এলাকার মিনি পাকিস্তানগুলোকে চেনে, দূরেরগুলোর কথা জানে না। কারণ মিডিয়া জানতে দেয় না। মানুষকে অন্ধকারে অন্ধ করে রাখে। তাই মানুষ বুঝতে পারে না, এই মিনি পাকিস্তানগুলো জুড়ে গেলে কী বিপর্যয় হতে পারে। এই আগামী প্রলয় সম্বন্ধে মানুষকে অন্ধ করে রাখাই পশ্চিমবঙ্গের খবরের কাগজ ও টিভি চ্যানেলগুলির মহান কৃতিত্ব। এরা পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি চোখের মণির মত রক্ষা করবে, যেমন করে এদেরই পূর্বসুরীরা ঢাকা খুলনা বরিশাল নোয়াখালিতে করেছিল। সেখানে সম্প্রীতি রক্ষার কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। এখন বর্ডারের এপারে সেই অসম্পুর্ণ কাজকে সম্পূর্ণ করতে এরা উঠেপড়ে লেগেছে যাতে কলকাতা হাওড়া বারাসত বর্ধমান বীরভূমকেও ঢাকা নোয়াখালিতে রূপান্তরিত করা যায়।

চোদ্দজন হিন্দু বাংলাদেশ সংসদ নির্বাচনে জয়ী

দীর্ঘ সাত বছর পর বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচিত হল গত ২৯ ডিসেম্বর। বেগম খালেদা জিয়ার পাঁচবছরের অপশাসনের পর দুবছর চলেছিল কেয়ারটেকার সরকারের নামে সেনাশাসন। এর আগের নির্বাচন যখন হয় ২০০১ সালের ১ অক্টোবর, তখন হিন্দুদের উপর নেমে এসেছিল চরম অত্যাচার। শত শত হিন্দু নারী ধর্ষিতা হয়েছিলেন, হাজার হাজার হিন্দু ঘরছাড়া হয়েছিল। তাই এবারো হিন্দুরা শঙ্কায় ছিল ভোটের নামে আবার কী অত্যাচার হয়। কিন্তু এবার পরিস্থিতি একটু ভালো ছিল। অনেক স্থানে হিন্দুরা সাহস করে ভোট দিতে পেরেছে। নির্বাচনের ফল প্রকাশে দেখা গেল বিগত ক্ষমতাসীন দল খালেদা জিয়ার বি.এন. পি দল ধরাশায়ী হয়েছে। মোট ৩০০-র মধ্যে মাত্র ২৯টি আসন পেয়েছে। মুজিব কন্যা শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ বিপুল ভাবে জয়ী হয়েছে ২৩০ টি আসনে। ওই জোটে থাকা এরশাদের দল জাতীয় পার্টি পেয়েছে ২৭টি আসন। পাকিস্তানপন্থী কট্টর মৌলবাদী জামাত-ই-ইসলামীর আসন ১৪ থেকে কমে মাত্র ২ হয়েছে। এই দলের প্রধান নেতা, যাকে ওরা আমীর বলে, মতিউর রহমান নিজামী এবং তাত্ত্বিক নেতা দিলওয়ার হোসেন সায়েদী দুজনেই পরাজিত হয়েছে। জামাতের আসন কমলেও ভোট বিশেষ কমেনি, ৭ শতাংশ আছে। বি.এন. পি ও জামাত একই জোটে থাকায় বি.এন.পির ভোট বিপুল ভাবে কমে যাওয়ায় জামাত আসন হারিয়েছে কিন্তু নিজস্ব ভোট ধরে রেখেছে। অর্থাৎ বাংলাদেশে ইসলামী মৌলবাদের অশনি সংকেত একইরকম বিপজ্জনক হয়ে আছে। আওয়ামী লীগ ভোট পেয়েছে ৪৯.০২ শতাংশ এবং বি.এন. পি পেয়েছে ৩২.৭৪ শতাংশ ভোট। রাজধানী ঢাকা শহরের সব আসনেই এবার আওয়ামী লীগ প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন।

এবার নির্বাচনে আর একটি স্বস্তির খবর হল মোট ১৪ জন সংখ্যালঘু হিন্দু এবার জাতীয় সংসদে নির্বাচিত হয়েছেন। অর্থাৎ জনসংখ্যার ১২ শতাংশ হলেও হিন্দুরা ঐ দেশে ৪.৭ শতাংশ রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব অর্জন করতে পেরেছেন। এই ১৪ জনই আওয়ামী লীগের প্রার্থী ছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি আসনেই এবার সংখ্যালঘু প্রার্থীরা জয়ী

শেষাংশ ২য় পাতায়

হিন্দু সংহতির প্রশিক্ষণ শিবির

গত জুন মাসে গঙ্গাসাগরে আয়োজিত হিন্দু সংহতির যে প্রশিক্ষণ শিবির মুসলিমদের আক্রমণে অসমাপ্ত থেকে গিয়েছিল, সেই শিবির পুনরায় অনুষ্ঠিত হল গত ৩১ ডিসেম্বর থেকে ২রা জানুয়ারী পর্যন্ত উত্তর ২৪ পরগণা জেলার গোবরডাঙ্গা শহরে। এই শিবিরের উদ্বোধন করেন স্থানীয় পৌরপিতা সমাজসেবী শ্রী জগদীশ সরকার প্রদীপ জ্বালিয়ে। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন শ্রী উপানন্দ ব্রহ্মচারী। তিনদিনের এই শিবিরে শরীরচর্চা ও বৌদ্ধিক চর্চার অনেকগুলি কর্মসূচী ছিল। হিন্দু সংহতির বিভিন্ন কর্মকর্তারা এগুলি পরিচালনা করেন।

এই প্রশিক্ষণ শিবিরে ৭টি জেলা থেকে মোট ১৫২ জন কর্মী অংশগ্রহণ করেন। ২ জানুয়ারী সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন শ্রী সাগর বাগ এবং ওজস্বী বাণীতে আশীর্বাদ প্রদান করেন যুবা সন্ন্যাসী পূজ্য স্বামী বলভদ্র মহারাজ।

রক্তদান ঃ—এই শিবিরের একটি বিশেষ কর্মসূচী ছিল ১লা জানুয়ারী রক্তদান। কলকাতার লাইফ কেয়ার সংস্থার সহযোগিতায় এই রক্তদান কর্মসূচীতে হিন্দু সংহতির ৫১ জন কর্মী রক্তদান করেন।

তাজিয়ার তাণ্ডব

গত ৮ জানুয়ারী মহরমের মিছিলকারীদের তাণ্ডবে বিধ্বস্ত হয়ে গেল হাওড়া জেলার চেঙ্গাইল ও বাউড়িয়া এবং মেদিনীপুর শহরের শান্তি। এই তিনটি স্থানেই ভাঙচুর ও লুট হল বহু হিন্দুর দোকান। আগুন ধরানো হল, হিন্দু নারীদের শ্লীলতাহানি হল, হিন্দু মন্দির অপবিত্র হল, পুলিশ মার খেল, বহু হিন্দু আহত হল। আর এসবই করল মহরমের তাজিয়া নিয়ে যাওয়া মুসলিম মিছিলকারীরা। বিনা প্ররোচনায় হিন্দুদের উপর এই অত্যাচারের প্রতিকার প্রশাসন করল চিরাচরিত পদ্ধতিতে—নির্বিচারে হিন্দুদেরকে গ্রেপ্তার করে, রেড-এর নামে হিন্দু যুবকদেরকে কুকুরখেদা করে এবং পুলিশ-র‍্যাফ নামিয়ে কার্ফু জারী করে হিন্দুদের প্রতিবাদের কণ্ঠকে রুদ্ধ করে দিয়ে।

হাওড়া জেলার ঘটনায় চেঙ্গাইল ও বাউড়িয়ার জুট মিল এলাকায় লাডলো বাজারে কমপক্ষে ১২টি হিন্দু দোকান লুট হয় এবং তারপর ওই দোকানগুলিতে আগুন দেওয়া হয়। ওই বাজারে দুজন সবজি বিক্রেতা ও মাছ বিক্রেতা হিন্দু মহিলার শ্লীলতাহানি করা হয়। একটি শনিমন্দির ও একটি বজরংবলী মন্দিরকে অপবিত্র করা হয়। পরের দুদিন ওই বাজারে হিন্দু দোকানদাররা ভয়ে দোকান বন্ধ রাখে। এলাকার বামপন্থী সাংসদ হান্নান মোল্লা পুলিশকে চাপ দিয়ে হিন্দুদের বাড়ি বাড়ি রেড করায় ও বহু হিন্দুকে গ্রেপ্তার করায়। এ পর্যন্ত ২০ জন মহিলাসহ ৫২ জন হিন্দুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বহু হিন্দু পুরুষ বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে। এলাকায় কার্ফু জারী করে সাধারণ মানুষকে ঘরের মধ্যে অবরুদ্ধ করে রাখছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা দরকার যে এই এলাকার পাশেই পাঁচলাতে গত ১০ মার্চ এক সাম্প্রদায়িক হামলায় (দাঙ্গা নয়, একতরফা হামলা) সমস্ত হিন্দুদের দোকান লুট ও অগ্নিসংযোগ হয় পুলিশের সামনে। আর অন্যপাশে উলুবেড়িয়া শহরে গত কালীপূজা ও জগদ্ধাত্রী পূজার বিসর্জনের শোভাযাত্রা মুসলিমদের দ্বারা আক্রান্ত হয়।

এই মহরমের দিনই অর্থাৎ ৮ জানুয়ারী মেদিনীপুর শহরে মহরমের তাজিয়া নিয়ে মুসলমানরা পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে পুলিশ ও

শেষাংশ ২য় পাতায়

হিন্দু সংহতি-র
১-ম প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন
উপলক্ষে
বিরাট জনসভা
১৪ ফেব্রুয়ারী, শনিবার, দুপুর ২.০০টায়
স্থান ঃ শ্রদ্ধানন্দ পার্ক (শিয়ালদার নিকটে)
বক্তব্য রাখবেন সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দ

জেহাদীদের বিয়ে করার তালিবানী ফতোয়া

জঙ্গী জেহাদীদের পছন্দমতো কুমারীদের বাধ্যতামূলক বিয়ের ফরমান দিল তালিবানী জঙ্গী গোষ্ঠী। পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিম ফ্রন্টিয়ার প্রদেশের সোয়াত উপত্যকায় বিবাহযোগ্যা মুসলিম মেয়েদের অভিভাবকদের কাছে এই নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। তালিবানীরা বলেছে, যদি তাদের মেয়েদের সঙ্গে জঙ্গীদের বিয়ে না দিলে তাদেরকে সপরিবারে খতম করা হবে। তালিবানী জঙ্গীরা সোয়াত উপত্যকায় ১০০টি মেয়েদের স্কুল বন্ধের ফরমান জারি করেছিল।

পাকিস্তানের প্রধান সংবাদপত্র 'ডন' এ প্রকাশিত সংবাদ অনুসারে ওখানকার একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা সালমা জানিয়েছেন— ''জঙ্গীরা বলেছে অভিভাবকরা অবশ্যই তাদের বিবাহযোগ্যা মেয়েদের স্বেচ্ছায় জঙ্গীদের সঙ্গে বিয়ে দিক। নতুবা জঙ্গীরা জোর করেই ওই মেয়েদের বিয়ে করবে।'' সালমার বক্তব্য অনুযায়ী, তালিবানী জঙ্গীরা বলেছে যে, মেয়েরা যেন তাদের পরিচয়পত্র ও অবশ্যই সঙ্গে একজন পুরুষ আত্মীয়কে নিয়ে বাইরে বেরোয়। নতুবা ফল ভালো হবে না। আর সাত বছরের ওপরে যদি কোন মেয়েকে তারা বাইরে বেরোতে দেখে তবে তাকে কেটে ফেলা হবে। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অধিকাংশ মসজিদের জমায়েতে এইসব ইসলামী প্রচার চলছে পুরোদমে।

(সূত্র ঃ টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া, ৩-১-০৯)

বিরাট হিন্দু সভার চেন্নাই অধিবেশন

'বিরাট হিন্দু সভা' সংস্থার আয়োজনে চেন্নাইতে একটি সর্বভারতীয় সেমিনার আয়োজিত হয় ২৭-২৮ ডিসেম্বর। সেমিনারের বিষয়বস্তু ছিল ''চ্যালেঞ্জ বিফোর হিন্দু সোসাইটি''। চেন্নাইতে অশোকা হোটেলে অনুষ্ঠিত এই সেমিনারে সারা দেশ থেকে বিদগ্ধ স্কলাররা অংশগ্রহণ করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে অংশগ্রহণকারীরা হলেন অধ্যাপক তথাগত রায়, ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী, তপন কুমার ঘোষ, অবিন সূর, প্রণয় রায় এবং অতীশ সিন্‌হা। এছাড়াও ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে বেশ কয়েকজন প্রবাসী বাঙালি বুদ্ধিজীবিরা ছিলেন। ব্যাঙ্গালোর থেকে কয়েকজন তরুণ হিন্দুত্ববাদী আই টি প্রফেশনালও এতে যোগ দিয়েছিলেন। বাঙলার প্রতিনিধিদের মধ্যে তথাগত রায়ের বিষয় ছিল 'হিন্দুত্ব ও মিডিয়া', ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারীর বিষয় ছিল 'ইসলাম' এবং তপন কুমার ঘোষের বিষয় ছিল 'হিন্দু সমাজের সামনে রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ'। তপন ঘোষ তাঁর ভাষণে বলেন, 'ভারত গণতান্ত্রিক দেশ হওয়া সত্ত্বেও এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা অপমানিত হয়, অত্যাচারিত হয় এবং একের পর এক এলাকা থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এ যেন এক উল্টা গণতন্ত্র যেখানে সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগুরুর উপর ছড়ি ঘোরায়। এর মূল কারণ হল, হিন্দুদের মধ্যে ধর্ম সম্বন্ধে এক ভ্রান্ত ধারণা যে ধর্ম ও রাজনীতি আলাদা। অথচ হিন্দুদের দুই প্রধান অবতার রাম ও কৃষ্ণ আগাপাস্তালা রাজনীতির ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরা দুজনেই রাজা ছিলেন, তাই রাজনীতিকে এড়িয়ে যাওয়ার কোন প্রশ্নই ছিল না। এই দুই অবতারের ভক্ত হিন্দুরা ধর্ম থেকে রাজনীতিকে শতহস্ত দূরে সরিয়ে রাখে। ফলে এদেশে হিন্দু রাজনীতির কোন স্থান হয় না। অন্য ধর্মাবলম্বীরা সম্পূর্ণ রাজনীতি সচেতন হওয়ায় সেই শূন্যস্থানটা তারা পূরণ করে। তাই হিন্দু ধর্মকে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করে হিন্দু রাজনীতি ও হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক তৈরী করতে হবে। কিন্তু এই হিন্দু ভোটব্যাঙ্কের ভোট দেওয়ারও কোন জায়গা এখনও তৈরী হয়নি। কোন মাপকাঠিতেই বি.জে.পি.-কে হিন্দু রাজনীতির ধারক বলা যাবে না, বি.জে.পি. নিজেও সে দাবী করে না। বরং বি.জে.পি-র নিজেকে সেক্যুলার দেখানোর উগ্র প্রচেষ্টা অন্ধও দেখতে পায়। তাই হিন্দুদের হিন্দু হিসাবে ভোট দেওয়ার একটা জায়গাও তৈরী করতে হবে।' তপন ঘোষের এই বক্তব্য সেমিনারে সমবেত প্রতিনিধিরা বিপুল করতালি দিয়ে সমর্থন করেন ও বহু প্রতিনিধি এসে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর এই স্পষ্ট বক্তব্যের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে যান।

সেমিনারে আগত অন্য বিদ্বান ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন আর কে ওহরি, ডঃ ইন্দুলতা দাস, সুধীর বিরোদকর, ডঃ সম্বিত পাত্র, ডঃ রূপালি ভাল্লা মাথুর, ডঃ পাপিয়া মিত্র, ডঃ সৌরভ বসু, ডঃ প্রিয়ঙ্কা দাস, ডঃ প্রশান্ত চ্যাটার্জী। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ডঃ শরদিন্দু মুখার্জী ও শিবশক্তিনাথ বক্সি। বিশেষ আমন্ত্রিত রূপে উপস্থিত ছিলেন আমেরিকা থেকে আগত রাজীব ভার্মা।

আমতলায় বিবেকানন্দ যুব সমাবেশ

স্বামী বিবেকানন্দের ১৩৭তম জন্মদিবসের প্রাক্কালে ১১ই জানুয়ারী দঃ ২৪ পরগণা জেলার আমতলা ব্যবসায়ী সমিতির হলে হিন্দু সংহতির আহ্বানে একটি ছাত্র-যুব সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সারাদিনের কার্যক্রমে ১২৫ জন অংশগ্রহণকারীরা গ্রুপ ডিস্‌কাসন, বিশিষ্ট বক্তাদের ভাষণ, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মথুরাপুর রামকৃষ্ণ সেবাকেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী সুধানন্দজী মহারাজ। তিনি বলেন, 'স্বামী বিবেকানন্দ যুবসমাজের উদ্বোধন চেয়েছিলেন। আধ্যাত্মিকতায় সমৃদ্ধ ভারতীয় সমাজকে সেবাকার্য ও সংগঠনকে হাতিয়ার করে আধুনিক ভারত গঠন করতে হবে।

দ্বিতীয় অধিবেশনে ছাত্র-যুব অংশগ্রহণ-কারীরা তাদের নিজ জীবনে স্বামীজির আদর্শের নানা প্রভাবের অনুভব ব্যক্ত করেন। তারা অনেকেই বিবেকানন্দ সাহিত্যের প্রচার, গ্রামীণ স্তরে ক্লাব সংগঠন, হিন্দুবিরোধী চক্রান্তের মোকাবিলায় হিন্দু সংহতির নিয়মিত বৈঠকের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন।

সমাপ্তি ভাষণে উপানন্দ ব্রহ্মচারী বলেন, স্বামীজির প্রিয় মন্ত্র ছিল 'অভী'। নির্ভয় হও। সেই নির্ভীকতাকে পাথেয় করে হিন্দু সংহতি এগিয়ে চলেছে। ভয়কে জয় করে, সাহস-শক্তি-সক্রিয়তাকে নির্ভর করে ভারতীয় সমাজের সামনে যে আসুরিক চ্যালেঞ্জ এসেছে, তার প্রতিরোধ এখনই দরকার।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আমতলা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক শ্রী পরিতোষ মন্ডল, হিন্দু সংহতির স্থানীয় নেতৃত্ব—বিধান ঘাটা, সুন্দর গোপাল দাস, বরুণ মন্ডল, শক্তি ভট্টাচার্য প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে পরিচালনা করেন সমর্পিতা দত্ত।

প্রথম পাতার শেষাংশ

তাজিয়ার তাণ্ডব

হিন্দুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। দু জায়গায় পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙে, বটতলা কালীমন্দিরে ইঁট ছোঁড়ে। সিপাই বাজার, খাপ্রেল বাজার, বড়া আস্থানায় তাণ্ডব করে। অন্ততঃ ৪০ জন হিন্দু আহত হয়। তার মধ্যে তরোয়ালের আঘাতে রাজু পন্ডার গাল কেটে যায়, অসিত সাউ-এর আঙ্গুল কাটে। বহু হিন্দুর বাড়ি ও দোকান ভাঙচুর ও লুট হয়। অসিত সাউ-এর দোকান থেকে ৪০ হাজার টাকার জিনিসপত্র লুট হয়। অমল গোপের বাড়ি ভাঙা হয়। পুলিশ অনেক নিরপরাধ হিন্দুকে গ্রেপ্তার করে। ঘটনার সময় খাপ্রেলবাজারের হিন্দুরা যথাসম্ভব এই তাণ্ডবের প্রতিকার করে। কয়েকদিন আগে এই খাপ্রেলবাজারে বজরংবলী মন্দিরে আগুন ছোঁড়া হয়েছিল। তাই এখানে হিন্দুরা আগে থেকেই সাবধান ছিল। তাদের প্রতিরোধে শেষ পর্যন্ত মহরমের মিছিল অসমাপ্ত থেকে যায়। ঘটনার দুদিন পর প্রশাসনের উদ্যোগে সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে শহরে শান্তি মিছিল বের করা হয়। তাতে ডি.এম, এস.পি, সি পি এমের জেলা সম্পাদক দীপক সরকার সহ সব দলের নেতারাই ছিলেন। ওই মিছিল জোড়া মসজিদের কাছে গেলে সেখানে মুসলিমরা নেতাদের অকথ্য গালিগালি করে মিছিলকে তাদের এলাকায় ঢুকতে দেয় না।

হাওড়া ও মেদিনীপুর এই দুই জেলার ঘটনাই সংবাদপত্র ও টিভি চ্যানেলগুলি সম্পূর্ণভাবে চেপে যায়। কিন্তু নিউজ এজেন্সী থেকে খবর সংগ্রহ করে দিল্লীর সংবাদপত্রগুলি এই খবর বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করেছে।

চাকরিতে সংখ্যালঘুদের অগ্রাধিকার

ভারতের সংবিধানে অনুসূচিত জাতি উপজাতিদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে, সংখ্যালঘুদের জন্য নেই। তাই ইচ্ছে থাকলেও কোন রাজ্য সরকার বা কেন্দ্র সরকার মুসলমান খ্রীষ্টানদের জন্য চাকরিতে সংরক্ষণ দিতে পারেনি। কিন্তু ইতিমধ্যে দেশে মুসলমানদের শক্তিও অনেক বেড়েছে, আর তাদের ভোট সংখ্যার কারণে তাদের জন্য রাজনৈতিক দলগুলির দরদও উথলে উঠেছে। সুতরাং নিযুক্ত হল সাচার কমিটি। মুসলমান ও মুসলিমপ্রেমীরা দাবী করল, জনসংখ্যার অনুপাতে তাদেরকে সরকারী ও বেসরকারী চাকরিতে সংরক্ষণ দিতে হবে। সংবিধান? চুলোয় যাক। যোগ্যতা? গুলি মারো। ভাগ চাই।

ইতিহাসের পাঠক জানেন, ঠিক এই ভাবেই প্রথম পোঁতা হয়েছিল পাকিস্তানের বীজ। প্রথম পুঁতেছিলেন ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌ প্যাক্টের নামে বাল গঙ্গাধর তিলক। তারপর ১৯২৩ সালে বেঙ্গল প্যাক্টের নামে কলকাতা কর্পোরেশনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। তারপর গান্ধী এসে সার-জল দিয়ে সেই বিষবৃক্ষের চারাগাছটিকে বড় করে ফলে ফুলে ভরে তুলেছিলেন। সে ফল এখনো আমরা ভোগ করছি। তখন এগুলি করা হয়েছিল লিখিত চুক্তি করে। আর এখন করা হচ্ছে বিনা চুক্তিতে, বেশী ঢাক ঢোল না পিটিয়ে।

২০০৬-০৭ সালে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে সংখ্যালঘুদের পরিমাণ ছিল ৬.৯ শতাংশ। ২০০৭-০৮ সালে সেই অনুপাত বেড়ে হল ৮.৭ শতাংশ। সাচার কমিটির চেয়ারম্যান বিচারপতি রাজিন্দর সাচার খুশীর সঙ্গে বলেন, 'অত্যন্ত ইতিবাচক পদক্ষেপ'। এই সাচার পুঙ্গব প্রাণ বাঁচাতে পাকিস্তানের পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে পালিয়ে আসা রিফিউজী।

রেল, পাবলিক সেক্টার ব্যাঙ্ক, সেনাবাহিনী ও অর্ধসৈনিক বাহিনীগুলিতেও (বি.এস.এফ, সি.আর.পি.এফ. ইত্যাদি) সংখ্যালঘুদের নিযুক্তি একই রকম ভাবে বেড়ে চলেছে। কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী এ.আর. আন্তুলে সংসদে এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে জানান, ''২০০৭-০৮ সালে অর্ধসৈনিক বাহিনীতে ৪৯০৫ জন সংখ্যালঘুকে চাকরি দেওয়া হয়েছে, যা মোট নিয়োগের ১০ শতাংশ।'' রেলওয়েতে ২০০৭-০৮ সালে মোট নিয়োগের ৬.৩ শতাংশ সংখ্যালঘু থেকে নেওয়া হয়েছে যা আগের বছরের তুলনায় দ্বিগুণ। পাবলিক সেক্টার ব্যাঙ্কগুলি আরও এগিয়ে। এখানে ২০০৭ - ০৮ সালে নতুন নিযুক্তির ১০.২ শতাংশ সংখ্যালঘু। আগের বছর এটা ছিল ৭.৬ শতাংশ।

দিল্লী প্রদেশ সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান কামাল ফারুকী বলেন, রাজ্যগুলিরও কেন্দ্রীয় সরকার থেকে শিক্ষা নিয়ে রাজ্যের বিবিধ কর্মক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের আরও বেশী সংখ্যায় নিয়োগ করা উচিত। *[সূত্র : হিন্দুস্থান টাইমস, ২৪-১২-২০০৮]*

পশুপতিনাথ মন্দিরে ভারতীয় পুরোহিত সরিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত ব্যর্থ

মাওবাদীরা ধর্ম মানে না। কিন্তু ধর্মস্থান কব্জা করতে চেষ্টার ত্রুটি নেই। নেপালে মাওবাদী প্রধানমন্ত্রী পুষ্পকুমার দহল ওরফে প্রচন্ড কাঠমান্ডুর পশুপতিনাথ মন্দিরের দুই প্রধান ভারতীয় পুরোহিতকে সরিয়ে দিয়ে দুই নেপালী পুরোহিত বসিয়ে দিয়েছিলেন সমস্ত প্রথা ভেঙে গায়ের জোরে। কিন্তু পশুপতিনাথ ভক্ত নেপালী জনতার প্রতিরোধে তাঁর এই মাওবাদী চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে।

বিগত ৩০০ বছর ধরে নেপালের এই পশুপতিনাথ মন্দিরে প্রধান পুরোহিতের দায়িত্ব নিষ্ঠা সহকারে পালন করে আসছেন ভারতের কর্ণাটক প্রদেশের পুরোহিত বংশের ব্যক্তিরা। অনেকের মতে আদি শঙ্করাচার্যের সময় থেকেই এই প্রথা চালু হয়েছিল। প্রচন্ড ক্ষমতায় এসেই বহু শতাব্দী প্রাচীন এই প্রথাকে ভেঙে দিয়ে তাঁর নিজেরই বংশের একজন বিষ্ণুপ্রসাদ দহলকে মন্দিরের প্রধান পুরোহিত পদে নিয়োগ করেন। গত ২ জানুয়ারী ওই দহলকে মন্দিরে ঢোকাতে সেনা, রায়ট পুলিশ ও দলীয় মাওবাদী ক্যাডারবাহিনীকে কাজে লাগিয়ে এক নোংরা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। কিন্তু পশুপতিনাথের পরম ভক্ত নেপালী হিন্দু জনসাধারণ এই চক্রান্ত মেনে নেয় না। তারা জোরালো বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। অবশেষে সরকার নতিস্বীকার করে ভারতীয় পুরোহিতকে ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হয়।

মাওবাদী প্রধানমন্ত্রীর এই অপচেষ্টার পিছনে উদ্দেশ্য ছিল নেপালের সঙ্গে ভারতের হাজার হাজার বছরের স্থায়ী গভীর সম্পর্ককে নষ্ট করে দেওয়া যাতে নেপালকে আরও বেশী করে চীনের কব্জায় নিয়ে যাওয়া যায়। এবারের মত তাঁর এই চক্রান্ত ব্যর্থ হলেও এই অপচেষ্টা তিনি আবার করবেন। নেপালের ধর্মপ্রাণ ও দেশপ্রেমী জনসাধারণ সদা জাগ্রত না থাকলে এই চীনভক্ত মাওবাদীরা নেপালকেও তিব্বতের মত চীনের উপনিবেশে পরিণত করবে।

সংগঠনই শক্তি — সংঘের প্রার্থনা কী বলে?

তপন কুমার ঘোষ

অনেকেই বলেন, মুসলমানরা খুব সংগঠিত, আর হিন্দুরা অত্যন্ত অসংগঠিত। তাই হিন্দুরা সংখ্যায় অনেক বেশী হলেও মুসলিমের হাতে মার খায়। হিন্দুদের প্রধান রোগ অসংগঠিততা। এই রোগ দূর হলেই হিন্দুরা শক্তিশালী হবে; আত্মসম্মান, আত্মমর্যাদা ফিরে পাবে। সত্যিই কি তাই? একটু বিচার করা যাক।

'সংগঠন' জিনিসটা তো একটা দেবত্বের গুণসূচক বা আধ্যাত্মিক বস্তু। আমাদের শাস্ত্রে 'সংগচ্ছধ্বম্' ইত্যাদি শ্লোক তো আছেই। তার থেকেও বড় কথা হল, আমাদের ও পৃথিবীর সর্বোচ্চ দর্শন অদ্বৈত। তারই বড় বহিঃপ্রকাশ হল সংগঠন। বহুর মধ্যে একের উপলব্ধি অদ্বৈত। সংগঠনেও সকলের মধ্যে একের উপলব্ধি কিছুটা হয়। আমাদের ধর্মের সর্বোচ্চ রূপ এই একত্ব। আধ্যাত্মিকতারও চূড়ান্ত পর্যায় এই একত্ব। তাহলে মুসলমানরা হিন্দুদের থেকেও বেশী আধ্যাত্মিক, বেশী ধার্মিক, বেশী অদ্বৈতবাদী! অর্থাৎ তারা হিন্দুর থেকে শ্রেষ্ঠ? না, তা হতে পারে না। এই তত্ত্বে কোথাও ভুল আছে। দেখা যাক সেই ভুলটা কোথায়।

যেখানে একশ শতাংশ হিন্দুর বাস, সেখানে নিজেদের মধ্যে লড়াই ঝগড়া মারামারি বেশী, না যেখানে একশ শতাংশ মুসলমানের বাস সেখানে বেশী? নিশ্চয় দ্বিতীয়টা। তাহলে মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য কোথায়? ওরা শুধু হিন্দুকে মারা আর লুট করার সময় এক। অর্থাৎ এটা প্রকৃত ঐক্য নয়। এটা শুধু আক্রমণ ও লুট করার ঐক্য। প্রকৃত ঐক্য হলে যেখানে শুধু মুসলমান আছে সেখানেও থাকত। আরও দুটি উদাহরণ। দেশভাগের পর পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অনেক হিন্দু রিফিউজী ভারতে এসেছে। এপারের স্থানীয় ও ওপারের রিফিউজীদের মধ্যে ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব, মনোমালিন্য, প্রতিযোগিতা আছে। কিন্তু রক্তক্ষয়ী লড়াই কোথাও হয়নি। আর ভারত থেকে পাকিস্তানে চলে যাওয়া মুসলমানরা, যাদেরকে মোহাজির বলে, আজও ওখানের মুসলমানের সঙ্গে মিশে যেতে পারেনি। করাচীতে এখনও তাদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী লড়াই হয়। এটা নিশ্চয় ঐক্যের নমুনা নয়। ৯/১১-র পর আমেরিকা প্রথমে আফগানিস্তান ও পরে ইরাকের উপর আক্রমণ করল। বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের হিরো সাদ্দাম হোসেনকে ফাঁসি দিল। বিশ্বে ৫৭টি মুসলমান শাসিত রাষ্ট্র আছে। আফগানিস্তান বা ইরাক বা সাদ্দামকে বাঁচাতে এগিয়ে এল না কোনো দেশ। এখন গাজা পট্টিতে ইজরায়েলের আক্রমণে ৯০০-র বেশী প্যালেস্টিনীয় মুসলিম নিহত হয়েছে। তাদের রক্ষায় এগিয়ে আসেনি কোন মুসলিম দেশ। এই কি ঐক্যের নমুনা?

সুতরাং, মুসলমানরা হিন্দুর থেকে বেশী সংগঠিত, এটা মেনে নেওয়া যায় না। তাহলে হিন্দু মার খায় কেন? আমার মতে, সেটা সংগঠনের অভাবে নয়। অন্য কোন কিছুর অভাবে। বিশ্বের বৃহত্তম হিন্দু সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ হিন্দুদের মধ্যে সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার সম্ভবতঃ সব থেকে বড় প্রবক্তা। সেই সংঘের যে প্রার্থনা আছে সংস্কৃত ভাষায়, তাতে সংগঠনের প্রয়োজনের কথা কিন্তু খুব বেশী গুরুত্ব দিয়ে বলা হয় নি। এই প্রার্থনায় নিজেদের পরিচয় দিতে গিয়ে মাত্র একবার 'আমরা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে—বয়ং রাষ্ট্রাঙ্গভূতা। এই 'আমরা' শব্দটির মধ্যে হয়ত কিছুটা সংগঠন খুঁজে পেতে পারেন। তারপর শেষের দিকে ১৭ নম্বর লাইনে 'সংহতা কার্য্যশক্তির' শব্দদুটির মধ্যে সংঘের কার্যের স্বরূপ সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে এটা সংগঠিত কার্যশক্তি। অর্থাৎ, কার্যশক্তির পরিচয় দিতে গিয়ে তার বিশেষণরূপে মাত্র এই 'সংগঠিত' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। ২০ লাইনের সংঘ প্রার্থনায় আর কোথাও সংগঠনের কথা বলা হয় নি। বরং, 'কার্যশক্তি'র সঙ্গে বিশেষণ আকারে যেখানে 'সংগঠিত' (সংহতা) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, ঠিক তার আগেই আর একটি বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে 'বিজেত্রী', অর্থাৎ বিজয়শালিনী বা বিজিগীষু। অর্থাৎ সংঘকার্যের দুটি স্বরূপ, বিজিগীষু ও সংগঠিত। এছাড়া উক্ত প্রার্থনায় একাধিকবার দেশভক্তি ও দেশের প্রতি সমর্পণের কথা বলা হয়েছে। অনেক বেশী গুরুত্ব দিয়ে 'শক্তি' চাওয়া হয়েছে যা হবে বিশ্বের অজেয়। শুদ্ধ চরিত্র ও জ্ঞান চাওয়া হয়েছে, এবং কেন চাওয়া হয়েছে তা ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে। বেশ গুরুত্ব দিয়ে অক্ষয় আদর্শনিষ্ঠা চাওয়া হয়েছে। তার থেকেও বেশী গুরুত্ব দিয়ে সাহস (বীরব্রত) চাওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে ইহলোক ও পরলোকে উৎকর্ষপ্রাপ্তি এবং মোক্ষলাভ—এই তিনটের জন্যই একমাত্র উপায় উগ্র বীরব্রত বা চরম সাহস।

এখন এই সমস্তগুলোকে ছেড়ে দিয়ে, অর্থাৎ, শক্তি, বুদ্ধি (জ্ঞান), চরিত্র, সাহস, আদর্শনিষ্ঠা, বিজিগীষা—এগুলোকে বাদ দিয়ে শুধু 'সংগঠন সংগঠন' জপ করা—অন্ততঃ সংঘ প্রার্থনার প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। সংঘ প্রার্থনার text সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা সম্ভবতঃ একবারও বলেনি। সংঘকার্যের স্বরূপের বিশেষণ রূপে মাত্র একবার উল্লেখ করেছে। অথচ অন্য গুণগুলো সরাসরি ভগবানের কাছে চাওয়া হয়েছে।

সুতরাং, হিন্দু সমাজের মার খাওয়ার কারণ শুধুমাত্র সংগঠনের অভাব নয়। প্রার্থনায় উল্লেখিত উপরোক্ত গুণগুলি যদি আমরা অর্জন না করি, তাহলে শুধু সংগঠন করে আমরা হিন্দুসমাজকে মার খাওয়া, অপমানিত হওয়া, বিলুপ্ত হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে পারব না। হিন্দু সমাজের শুধু সংগঠনেরই প্রয়োজন আছে, আর কিছুর প্রয়োজন নেই—এই ধারণা ঠিক নয়। সংগঠন তো হিন্দু সমাজের মধ্যে অনেকটা আছেই। এর প্রমাণ আমরা পাই, ইংরেজ অল্প চেষ্টাতেই যেমন হিন্দু-মুসলমান ফাঁকটা (যা আগে থেকেই ছিল) অনেকটা বাড়িয়ে দিতে পারল, অনেক চেষ্টা করেও হিন্দু সমাজের ভিতরে ভাঙন ধরাতে পারল না। হিন্দু সমাজের মধ্যে নিজস্ব অন্তর্নিহিত ঐক্য না থাকলে এটা সম্ভব হত কি?

তাই হিন্দুসমাজের হৃত সম্মান ফিরে পেতে, পায়ের নীচের মাটি বাঁচাতে (কাশ্মীরে বাঁচেনি), ধর্মস্থান ও মা-বোনের সম্মান রক্ষা করতে সংগঠনের সাথে সাথে আরও বেশী করে চাই শক্তি, সাহস, উদ্যম, তৎপরতা, জ্ঞান, বুদ্ধি, চরিত্র ও দেশভক্তি। অনেকে বলবেন, আরে—শক্তি মানেই তো সংগঠন, আর সংগঠন মানেই তো শক্তি। না, আমরা ভিন্নমত পোষণ করি। প্রাণীজগতে বাঘ বা সিংহের শক্তি তাদের দলবদ্ধতার উপর নির্ভর করে না। আবার ছাগল বা ভেড়ার শক্তিও তাদের দলবদ্ধতার উপর নির্ভর করে না। ২০০ ভেড়ার একটি পাল থেকে যদি একটা নেকড়ে একটা ভেড়ার টুঁটি ধরে টেনে নিয়ে যায়, তাহলেও সংঘবদ্ধ ১৯৯টা ভেড়া তাকে বাঁচাতে তো পারবেই না, এমনকি বাঁচাতে যাবেও না। সুতরাং, বাঘ সিংহ দলবদ্ধ হয়ে না থাকলেও তার শক্তির অভাব হয় না, আবার ছাগল ভেড়া দলবদ্ধ হয়ে থাকলেও তাদের শক্তি নির্মাণ হয় না। তাই সংঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার হেডগেওয়ারের হাতে যে একটা লাঠি থাকত, তার মাথায় একটা পিতলের গর্জায়মান সিংহ ও তার নীচে 'স্বয়মেব মৃগেন্দ্রতা' কথা দুটি লেখা থাকত। ডাক্তারজীর সারা জীবনকে দেখলে তাঁকে এক সিংহসদৃশ পুরুষ বলেই বোঝা যায়। ওই 'স্বয়মেব মৃগেন্দ্রতা'ই ডাক্তারজীর স্বরূপ, তাঁর জীবনের বাণী। হিন্দুসমাজের মধ্যে তিনি সিংহের মত পরাক্রম ও বিজিগীষু মনোবৃত্তি তৈরী করতে চেয়েছিলেন। তাই সংঘ প্রার্থনায় সংগঠন বা দলবদ্ধতার থেকেও শক্তি, সাহস ইত্যাদির বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আজ ব্যক্তি হিন্দুকে এবং সমূহ হিন্দুকে শক্তি, সাহস, জ্ঞান, উদ্যম ও তৎপরতারও চর্চা বা অভ্যাস করতে হবে। এগুলোকে এড়ানোর চেষ্টা আত্মপ্রবঞ্চনা এবং সত্য ও বাস্তব অবস্থা থেকে মুখ ঘুরিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই এই গুণগুলিকে অর্জন করতেই হবে। নানা পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

দুটি প্রশ্ন

কিছু পাঠক আমাদের কাছে কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইছেন। এই প্রশ্নগুলি আমরা সকল পাঠকের কাছে তুলে ধরছি। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে যে কোন পাঠক এর উত্তর দিতে পারেন। উত্তর সম্পাদকীয় বিবেচনায় উপযুক্ত মনে হলে সংক্ষিপ্ত আকারে পরবর্তী সংখ্যায় ছাপা হবে। প্রতি মাসে এরকম দুটি করে প্রশ্ন পাঠকদের কাছে তুলে ধরা হবে। এ মাসের প্রশ্ন ঃ—

১। ইসলামি সন্ত্রাসবাদ অথবা ইসলামই সন্ত্রাসবাদ? পরিস্কারভাবে বুঝে নেওয়া দরকার। নানা মহল থেকে বলা হয়ে থাকে "সব মুসলমান সন্ত্রাসবাদী নয়। কিছু কিছু মুসলমান সন্ত্রাসবাদী।"

আমরা জানতে চাই "তাহলে সন্ত্রাসবাদীরা কি সাচ্চা মুসলমান নয়? তার কি প্রকৃতপক্ষে ইসলাম বিরোধী। তাহলে প্রকৃত ইসলাম কেন তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ফতোয়া জারি করছে না? যেমনটা করা হয় সলমন রুশদি ও তসলিমা নাসরিনদের বিরুদ্ধে"।

২। কোন ব্যক্তি সারাজীবন সৎভাবে থেকে ও পরোপকার করে জীবন কাটালো। অথচ সে ইসলাম গ্রহণ করল না। ইসলামিক শাস্ত্রমতে ওই ব্যক্তি কি মৃত্যুর পর স্বর্গ বা বেহেস্তে যাবে অথবা নরক বা দোজখে যাবে? ইসলাম ধর্মমতে গান্ধীজি মৃত্যুর পর স্বর্গে গিয়েছেন না নরকে গিয়েছেন?

প্রথম পাতার শেষাংশ

চোদ্দজন হিন্দু .....

হয়েছেন। একটি মুসলিম রাষ্ট্রে হিন্দুরা যে এটুকু রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব অর্জন করতে পেরেছেন, এর পেছনে মূল কারণ হল, সেখানে হিন্দুরা দাঁত দিয়ে মাটি কামড়ে এখনো লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রতিষ্ঠিত হিন্দুদের মধ্যে এপারে পালিয়ে আসার প্রবণতা এখনো আছে, কিন্তু তা নিশ্চিতভাবে অনেকটা কমেছে। রমনা কালীবাড়ী পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা এই মাটি কামড়ে লড়াইয়েরই পরিচয়। এপারের হিন্দুরা যদি ওপারের হিন্দুদের প্রতি একটুখানি সহমর্মিতা দেখায়, তাহলে ওপারে হিন্দুদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই আরও জোরদার হবে।

১। রমেশচন্দ্র সেন	ঠাকুরগাঁও - ১
২। মনোরঞ্জন শীল	দিনাজপুর - ১
৩। সাধন চন্দ্র মজুমদার	নওগাঁ - ১
৪। রঞ্জিত কুমার রায়	যশোর - ৪
৫। বীরেন শিকদার	মাগুরা - ২
৬। ননীগোপাল মণ্ডল	খুলনা - ১
৭। নারায়ণ চন্দ্র চন্দ	খুলনা - ৫
৮। সুকুমার ঘোষ	মুন্সীগঞ্জ - ২
৯। ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ	বরগুণা - ১
১০। প্রমোদ মানকিন	মৈমনসিং -১
১১। সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত	সুনামগঞ্জ - ২
১২। যতীন্দ্রলাল ত্রিপুরা	খাগড়াছড়ি
১৩। দীপঙ্কর তালুকদার	রাঙ্গামাটি
১৪। বীরবাহাদুর ইউ সাই সিং	বান্দরবান

মীনাখা-র গ্রামে সংহতি কর্মীদের উপর আক্রমণ

উত্তর ২৪ পরগণা জেলার মীনাখা থানার অন্তর্গত বরোদাবাদ গ্রামে হিন্দুরা সবসময় মুসলিমদের ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে থাকে। তাদের কোন অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারে না। সবসময় মাথা নীচু করে থাকে। সেই গ্রামে কিছু হিন্দু যুবকের কাছে এইরকম অপমানকর অবস্থা অসহ্য মনে হওয়ায় তারা হিন্দু সংহতিতে যোগ দেয় এবং সদ্য অনুষ্ঠিত গোবরডাঙ্গায় হিন্দু সংহতির প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগ দেয়। শিবির থেকে ফিরে যাওয়ার পরই তাদের উপর মুসলমানদের অত্যাচার শুরু হয়ে যায়। মুসলিম ভোটলোভী তৃণমূল কংগ্রেস মুসলমানদের উস্কানি দেয়।

গত ৪ই জানুয়ারী ১০০ দিন কাজ প্রকল্পের কাজ চলছিল। তখন দারবক্স মোল্লা, হাকিম মোল্লা, কাশেম মোল্লা হিন্দু সংহতির কর্মী অসীম মন্ডল, আদেশ মন্ডল ও তরুণ বাইনকে গালাগালি করতে থাকে। তারা প্রতিবাদ করলে ওই মুসলিমরা হিন্দু ছেলেদের মারতে লাগে। মুসলিমদেরকে উস্কানি দেয় স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতা অবণী মন্ডল। হিন্দু সংহতির কর্মীরাও মুখ বুজে মার খায় না। তারাও পাল্টা মার দেয়। এই ঘটনাতে গ্রামের অন্য হিন্দুদের মধ্যে একটা আলোড়ন পড়ে যায়। তারা ভাবতে থাকে যে আর কতদিন হিন্দুরা এইভাবে মার খাবে? এবার প্রতিকার দরকার।

গোবরডাঙ্গার প্রশিক্ষণ শিবিরে হিন্দু সংহতির কর্মীরা রক্তদান করছেন

ইজরায়েলী আক্রমণ গাজাতে

আটশ'র বেশী প্যালেস্টানীয় মুসলিম নিহত ভারত ইজরায়েল থেকে শিক্ষা নিক।

ইজরায়েলের পাশে গাজা পট্টিতে সংঘর্ষ চলছে। ইজরায়েলের সঙ্গে হামাস্-এর। সংঘর্ষে ইজরায়েলী হামলায় এ পর্যন্ত ৮০০-র বেশী হামাস সন্ত্রাসবাদী ও প্যালেস্টিনীয় নাগরিক নিহত হয়েছে। ইজরায়েলের বিমানবাহিনী ও ট্যাঙ্কবাহিনী গাজা পট্টিতে কোন চোরাগোপ্তা আক্রমণ নয়, যুদ্ধ ঘোষণা করে প্রকাশ্যে এই হামলা করছে।

এই গাজা পট্টি কিছুদিন আগে পর্যন্ত ইজরায়েলের দখলে ছিল। ইজরায়েল উদারতা দেখিয়ে প্যালেস্টিনীয়দেরকে এটা ফিরিয়ে দেয়। তার জন্য ঐ গাজা পট্টিতে বসবাসকারী ইহুদী নাগরিকদের জোর করে উৎখাত করতে হয় ইজরায়েলী সরকারকে। তবুও তারা মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য এই অপ্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এই সময় ইজিপ্টের মধ্যস্ততায় চরম উগ্রপন্থী ইসলামিক সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হামাস্-এর সঙ্গে ইজরায়েলের যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। গাজা পট্টিতে হামাস্ সমর্থক সরকার গঠিত হয়। হামাস্ ওই চুক্তি লঙ্ঘন করে গাজাপট্টি থেকে ইজরায়েলের উপর রকেট হানা চালাতে থাকে। একের পর এক ইজরায়েলী নাগরিকের প্রাণ যেতে থাকে। এমনকি হামাস্ প্রকাশ্যে ঘোষণা করে যে তারা ইজরায়েলের অস্তিত্বকেই মুছে দিতে চায়।

এই পরিস্থিতিতে ইজরায়েল সরকার পরিষ্কারভাবে বলে দেয় যে তাদের নাগরিকের প্রাণ তাদের কাছে মূল্যবান, এবং নাগরিকদের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য তারা হামাস্-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এই যুদ্ধে তাদের লক্ষ্য হামাস্-এর দপ্তরগুলো ও রকেট ছোঁড়ার ঘাঁটিগুলো গুঁড়িয়ে দেওয়া এবং হামাস্-এর উগ্রপন্থী নেতাদের খতম করা। এই লক্ষ্যে তারা অনেকটাই সফল হয়েছে। তাদের আক্রমণে হামাস্-এর কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় সন্ত্রাসবাদী নেতাদের সঙ্গে গাজার পুলিস প্রধানও নিহত হয়েছেন। এখনো পর্যন্ত কোন মুসলিম রাষ্ট্র হামাস্-এর পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। এমনকি পাশের মুসলিম দেশ ইজিপ্ট গাজা-র সঙ্গে তার সীমানা সীল করে দিয়েছে যাতে সেখান থেকে কোন প্যালেস্টিনীয় নাগরিক ইজিপ্টে ঢুকতে না পারে।

এইভাবে ইজরায়েল রাষ্ট্র তার নাগরিকদের প্রাণরক্ষার দায়িত্ব পালন করছে। আর আমাদের ভারতরাষ্ট্র তার নাগরিকদের প্রাণরক্ষায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে কেবল আমেরিকাকে বলছে—দেখেছ, দেখেছ! আর পাকিস্তানকে বলছে—তোমরা যদি দায়িত্ব পালন না কর তাহলে কিন্তু, তাহলে কিন্তু.....। কিন্তুর পর কী, তা আর বলছে না, করছেও না। কিছু কাগজ চালাচালি অবশ্য করছে। আর এই বয়ান দেওয়া আর কাগজ চালাচালিতে নাকি অতি বিশারদ আমাদের বঙ্গের গৌরব প্রণব মুখার্জী। অতি অভিজ্ঞ কুশলী রাজনীতিজ্ঞ, কূটনীতিবিদ তিনি। এমনই তাঁর কৌশল যে, সাপ না মরুক লাঠি ভাঙ্গবে না। হুঁ হুঁ বাবা, এত বুদ্ধি বঙ্গসন্তান ছাড়া আর কার আছে। ভারতরত্ন উপাধির জন্য সরকার বাহাদুরকে বেশী খোঁজাখুঁজি করতে হবে না। নেহেরু পরিবারের লিস্ট (ভাবী গর্ভের সন্তানগুলি ধরে) শেষ হলেই মুখার্জী মহাশয়ের পালা।

ইতিমধ্যে প্রবল উদ্যমে কলকাতা শহরে শুরু হয়ে গিয়েছে প্যালেস্টাইন ও সন্ত্রাসবাদী হামাস্-এর সমর্থনে মিটিং মিছিল। আমেরিকা ও ইজরায়েলের মুণ্ডপাত করে হামাস্-এর জন্য কেঁদে বুক ভাসিয়ে দেওয়ার এই প্রতিযোগিতায় কেউ পিছিয়ে নেই। সি পি এম, কংগ্রেস, তৃণমূল, এস ইউ সি —সবাই। প্যালেস্টিনীয়দের জন্য এদের বুক ফাটে। কিন্তু পাশের বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর মৌলবাদী মুসলমানের নির্মম পাশবিক অত্যাচারের সময় এদের মুখে একটা কথাও ফোটে না। বাঙালি হিন্দুর আর্তনাদ এই সন্ত্রাসবাদী হামাস্ সমর্থক মিছিলকারীদের কানে যায় না। এই মিছিলকারীরা তাদের বিবেক ও বুদ্ধি ওই রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে বিক্রি করে দিয়ে বিবেকহীন ও নির্বোধ ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে।

এদেশে যাদের বিবেক ও বুদ্ধি আছে তারা ইজরায়েলের কাছ থেকে দেশের নাগরিকের প্রাণরক্ষার শিক্ষা গ্রহণ করুক।

পাকিস্তানী ৬০ জঙ্গীকে ছেড়ে দিয়েছে ভারত

ভারত সরকার পাকিস্তানের কাছে দাবী করছে দাউদ ইব্রাহিমকে ভারতের হাতে তুলে দিতে হবে। তার অসংখ্য অপরাধ ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের বিচার হবে ভারতের আদালতে। এছাড়া আরও ২০ জন বড় বড় সন্ত্রাসবাদীর নামের তালিকা ভারত পাকিস্তানকে দিয়েছে। ভারতের মাটিতে জেহাদী হামলা করে অসংখ্য মানুষের প্রাণ নেওয়ার জন্য এই সন্ত্রাসবাদী অপরাধীদের বিচার করতে চায় ভারত। পাকিস্তান নিজের কোলে এদেরকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছে। তাই ভারত বিশ্বের বড় বড় দাদাদের কাছে আবদেন নিবেদন করছে---এই অপরাধীদেরকে ভারতের হাতে তুলে দিতে পাকিস্তানকে চাপ দিতে। রোজ প্রণব মুখার্জ্জী মনমোহন সিং-দের বিবৃতি, খবরের কাগজের হেডলাইন।

অথচ গত পাঁচ বছরে ভারত ৬০ জন সন্ত্রাসবাদীকে ভারতের জেল থেকে ছেড়ে দিয়েছে। এরপর কোন্ মুখে ভারত পাকিস্তান থেকে ঐ সন্ত্রাসবাদীদের দাবী করে? গত ২০০৪ সাল থেকে দফায় দফায় এই ৬০ জন পাকিস্তানী জঙ্গীকে ভারতের জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে, হয় তাদের উপর আনা অভিযোগকে কোর্টে প্রমাণ করতে পারেনি বলে, অথবা তাদের শাস্তির মেয়াদ পুরো হয়ে যাওয়ায়।

এই জঙ্গীদের অধিকাংশই মুক্তি পেয়েছে জম্মু কাশ্মীরের কোট ভালওয়াল জেল থেকে। জম্মু শহরের ১২ কিমি উত্তরে অবস্থিত এই জেলেই বন্দী ছিল কুখ্যাত মাসুদ আজহার। ১৯৯৯ সালে বিজেপি সরকারের আমলে জামাই আদরে মুক্তি পেয়ে এই নরপিশাচ গড়ে তোলে জয়েশ-ই-মহম্মদ নামে জেহাদী জঙ্গী সংগঠন। এই সংগঠনের জেহাদীরা হাজার হাজার ভারতবাসীর প্রাণ নিয়েছে।

গত বছর ১৬-ই জানুয়ারী জামির আহমেদ (বাড়ী পাকিস্তানের গুজরানওয়ালা) এবং জাফর আলী ওরফে আব্দুল রসিদকে (বাড়ী পাক অধিকৃত কাশ্মীরের মুজফ্ফরাবাদ) জেল থেকে ছেড়ে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তারপর গত ১৪-ই নভেম্বর ৮ জন পাকিস্তানী উগ্রপন্থীকে ছেড়ে দিয়ে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এদের নামঃ রাজা উল হক (গুজরানওয়ালা), ফহাদ উল্লা শেখ (মুলতান), কাশিম মেহমুদ (রহিন ইয়ার খান), মজিদ খান (হাজিপোরা), খুরশিদ আহমেদ মুঘল (কেলসারি), মহম্মদ আশরাফ (মুজফ্ফরাবাদ), ফয়জল আব্বাসি (মুজফ্ফরাবাদ) এবং মহম্মদ ফারুখ মুঘল (ফালনি, পি. ও. কে.)।

একজন উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসার জানিয়েছেন এদের সবাইকে আইনী প্রক্রিয়া পুরো করেই ছাড়া হয়েছে। হয় এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ কোর্টে প্রমাণ করা যায়নি অথবা এরা জেলে এদের শাস্তির মেয়াদ পূর্ণ করেছে। বিশেষ সূত্র থেকে জানা গেছে যে, এদের অনেকেই ছাড়া পাওয়ার পর আবার লস্কর-এ-তৈবা ও জয়েশ-ই-মহম্মদ-এ যোগ দিয়েছে। বিশেষ সূত্র থেকে আরও জানা যাচ্ছে যে এদের অনেকেই মাসুদ আজাহারের ঘনিষ্ঠ।

এই হচ্ছে ধৃত পাকিস্তানী জঙ্গীদেরকে শাস্তি দেওয়ার ভারতের রেকর্ড। তারপরও ভারত পাকিস্তানের কাছে জঙ্গীদেরকে ভারতের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য এত চিৎকার চেঁচামেচি করে বিশ্বের চোখে ও ভারতবাসীর চোখে ধুলো দিতে চাইছে না কি? জেহাদী সন্ত্রাসবাদ দমনে সত্যিকারের যে সব কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া দরকার, তার জন্য পাকিস্তানকে আবেদন নিবেদন করার কোন দরকার নেই, ইজরায়েলের পথ অনুসরণ করা দরকার—এই সত্যকে ঢাকার জন্যই নেহরু পরিবারের সেবাদাস প্রণব মুখার্জ্জীর এত ফাঁকা হম্বিতম্বি।

[সূত্র ঃ হিন্দুস্থান টাইমস্ ২৪-১২-০৮]

চিন্তাশীল মানুষের মনের সঙ্গী চিন্তাবিদ

"শিবপ্রসাদ রায়ের"

অসাধারণ রচনাবলীর নতুন সংস্করণ।

অতি সুলভ মূল্যে পাওয়া যাচ্ছে।

প্রাপ্তিস্থান

প্রকাশক ঃ তপন কুমার ঘোষ

তুহিনা প্রকাশনী

১২সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা - ৭৩

ফোনঃ২৩৬০-৪৩০৬, মোঃ৯৮৩০৫৩২৮৫৮

সব বুক স্টলকে আকর্ষণীয় হারে কমিশন দেওয়া হয়।

বীরভূম জেলার ১৯৮১-১৯৯১ ধর্মভিত্তিক জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি

ক্রম	ব্লক	ধর্ম	১৯৮১ %	১৯৯১%
১	মুরারই - ১	হিন্দু	৩৮.৫৮	৩৫.৮৬
		মুসলিম	৬১.২৯	৬৪.০৬
২	মুরারই - ২	হিন্দু	৩৮.০০	৩৫.৮৬
		মুসলিম	৬১.৮৬	৬৪.০৭
৩	নলহাটি - ১	হিন্দু	৪৮.৯২	৪৭.৬৩
		মুসলিম	৫০.৫৭	৫১.৭৬
৪	নলহাটি - ২	হিন্দু	৫৬.৩৪	৪৭.৬২
		মুসলিম	৪৩.২২	৫১.৭৬
৫	রামপুরহাট - ১	হিন্দু	৭১.০০	৬৩.০০
		মুসলিম	২৮.৬৫	৩৬.৫৬
৬	রামপুরহাট - ২	হিন্দু	৬৬.৬৯	৬৩.০০
		মুসলিম	৩৩.০৪	৩৬.৫৬
৭	ময়ূরেশ্বর - ১	হিন্দু	৭৬.৯৬	৭৫.৮৫
		মুসলিম	২২.৫৭	২৪.০২
৮	ময়ূরেশ্বর - ২	হিন্দু	৭৬.৯৩	৭৫.৮৫
		মুসলিম	২২.৬১	২৪.০২
৯	মহম্মদ বাজার	হিন্দু	৭৫.০৭	৭৩.১৫
		মুসলিম	২৪.৫৭	২৬.৫১
১০	সাঁইথিয়া	হিন্দু	৮২.০৫	৭৬.০১
		মুসলিম	১৬.৯৪	২৩.৪৮
১১	দুবরাজপুর	হিন্দু	৭৬.৪৯	৭০.৭৫
		মুসলিম	২৩.৪৯	২৯.২৪
১২	রাজনগর	হিন্দু	৮৮.১৩	৮৭.৯১
		মুসলিম	১১.৮৭	১১.৯৫
১৩	সিউড়ী - ১	হিন্দু	৭৪.৬৪	৭১.৪৮
		মুসলিম	২৫.০৭	২৭.৯৩
১৪	সিউড়ী - ২	হিন্দু	৭৪.৮৭	৭১.৪৮
		মুসলিম	২৪.৮৭	২৭.৯৩
১৫	খয়রাশোল	হিন্দু	৮১.১৮	৭৯.৮৫
		মুসলিম	১৮.৬৯	২০.১৫
১৬	বোলপুর শ্রীনিকেতন	হিন্দু	৭৭.৬৭	৭৫.৩৬
		মুসলিম	২১.৬৯	২৪.৪২
১৭	লাভপুর	হিন্দু	৭৪.৩৭	৭৩.২৩
		মুসলিম	২৫.৪৩	২৬.৭২
১৮	নানুর	হিন্দু	৭১.৩৩	৬৮.১৭
		মুসলিম	২৮.৪৩	৩১.৩২
১৯	ইলামবাজার	হিন্দু	৫৭.৫৪	৫৭.৫৪
		মুসলিম	৪২.০২	৪২.৩৯

সুত্র ঃ - সেন্সাস রিপোর্ট ১৯৮১, ১৯৯১

এস.এম.এস. জোকস্

বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে চান? পাকিস্তানে কিছু বিশেষ কোর্সে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা আছে। পাকিস্তানে সরকারী ও বেসরকারী যৌথ উদ্যোগে এই কোর্সগুলিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষা চলাকালীন স্টাইপেন্ডও পাওয়া পাওয়া যায়। কোর্সগুলি হল নিম্নরূপ ঃ

B.E.–Bomb Engineering
JEE–Jehadi Entrance Exam
M.B.B.S.–Member of Bomb Blasting Society
I.I.T.–Islamic Institute of Terrorism
CAT–Career in Alqueda & Taliban
M.Tech–Masters in Terror Technology
L.L.B.–Learning Licence of Bomb Blasting
B.Sc.–Bio-weapon Science

বনগাঁর হিন্দু সংহতির কর্মীরা কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী এ.আর. আন্তুলের দেশ বিরোধী মন্তব্যের প্রতিবাদে তার কুশ পুত্তলিকার উপর জুতো মেরে তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করছে।

প্রকাশক, মুদ্রক ও সত্ত্বাধিকারী প্রকাশ চন্দ্র দাস কর্তৃক ৫, ভুবন ধর লেন, কলকাতা - ৭০০ ০১২ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ চিত্তরঞ্জন দে

ফোন ঃ ০৩৩-২২৫৭ ২৬৮৮, ৯৪৩৩৪ ৫৩১০৯, ইন্টারনেট ঃ http:\\ hindusamhati.blogspot.com, ই-মেল ঃ prokash.das@rediffamil.com